খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্র পাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 48 ❑ 13 Feb., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

প্রভাবশালীদের বাঁচাতে বলির পাঠা সঞ্জয়!

পুলিশ সুপারকে লিখিত কারণ দর্শানোর নির্দেশ বিচারকের

প্রতিনিধিঃ সম্প্রতি বনগাঁ ব্লকে বাংলার আবাস যোজনা প্রকল্পে প্রাপকদের তালিকা তৈরিতে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল দুই সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে। বনগাঁর বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে গোপালনগর থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। এর মধ্যে একজন ছিলেন সঞ্জয় বসু নামে চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। প্রথমে পুলিশি হেফাজত পরে আবার আদালতে, তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছিলেন বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক। ৬ ফেব্রুয়ারি তাকে জামিন দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায় কোনভাবেই জড়িত থাকতে পারে না, এই মর্মে আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন সঞ্জয়ের আইনজীবী দীপাঞ্জয় দত্ত। তার ভিত্তিতে ৬ ফেব্রুয়ারি বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি বনগাঁর পুলিশ সুপারকে এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার। আইনজীবী বলেন, আমরা প্রথম থেকে বলে আসছিলাম, আমার মক্কেল সঞ্জয়বাবু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তিনি চৌকিদার পদে কর্মরত। তার পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন। চৌকিদার হয়ে তার পক্ষে একা এই কাজ করা সম্ভব নয়। অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। তদন্তকারী অফিসার প্রকৃত সত্য তুলে আনতে অনাগ্রহী এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে বিচারকের মনে হয়েছে। সেজন্যই পুলিশকে ভৎর্সনা করে সঞ্জয়কে বলির পাঠা বানানো হয়েছে বলে বিচারক জানিয়েছেন। ডিআইজি বারাসাতকে তদন্তের পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পুলিশ সুপারকে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

পাশাপাশি বিচারক আরো বলেছেন, এই মামলার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ডিএসপির নিচের কোন অফিসারকে ছাড়া। আইনজীবীর আরও দাবি, বিডিও অভিযোগ করলেও অভিযোগ পত্রে তার সই নেই।

হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

প্রতিনিধিঃ পরীক্ষা দিতে যাবার পথে বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে বাগদা থানার বানেশ্বরপুর বাজার এলাকায় হেলেঞ্চা দত্তফুলিয়া সড়কে। আহত ছাত্রের নাম রাজা সরকার। খবর পেয়ে স্কুলের পরীক্ষকরা উদ্ধার করে ওই ছাত্রকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে বেডে বসে পরীক্ষা দিল ছাত্র। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তার নাকে আঘাত লেগেছে, সেলাই পড়েছে মুখে। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগদা থানার রনঘাট অঞ্চল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজা সরকার। বাড়ি বৈকোলা এলাকায়। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে, এদিন সকালে নিজের মোটর বাইকে বন্ধুর সঙ্গে পরীক্ষার উদ্দেশ্য যাচ্ছিল। বানেশ্বরপুর বাজারে বাইকে ব্রেক মারতেই রাস্তায় ছিটকে পড়ে দুজন। গুরুতর আহত হয় রাজা। এরপরে পরীক্ষার দায়িত্বে থাকা শিক্ষকেরা তাকে তড়িঘড়ি বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

অশান্ত বাংলাদেশ, কাঁটাতারের বেড়া দিতে পদক্ষেপ প্রশাসনের

প্রতিনিধিঃ বনগাঁ মহকুমা জুড়ে রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। অনেক জায়গাতেই এখনো কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি। কারণ জমি-জট। চাষীদের কাছ থেকে কিংবা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জমি সরাসরি কেনার কাজ চলছে। জমি কিনে বিএসএফকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। কিন্তু বেশকিছু জায়গায় জমি কেনার কাজে সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই সমস্যা দ্রুত মেটাতে শুক্রবার বৈঠক করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক। বনগাঁ মহকুমা শাসকের অফিসে আয়োজিত ওই বৈঠকে জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী বনগাঁর পুলিশ সুপার দীনেশ কুমার সহ বিএসএফ ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। তিনটা থেকে প্রায় চার ঘন্টা বৈঠক চলে। বৈঠক শেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সীমান্ত কাঁটাতার দেওয়ার কাজ চলছে। জমি কিনে বিএসএফকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। যেখানে সমস্যা আছে সেখানে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা মিটিয়ে ফেলা হবে। বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুদেবী মন্ডল বলেন, আমার এলাকার রাজকোল এলাকায় জমির সমস্যা রয়েছে। কয়েকবার আলোচনা করেও মেটেনি। জেলাশাসক জানিয়েছেন, আবারও আলোচনা করে দ্রুত সমস্যা মেটাতে। বাগদা বনগাঁ এবং গাইঘাটা ব্লকের বেশ কিছু সীমান্তে এখনো কাঁটাতার নেই। নদীর মধ্য দিয়ে রয়েছে সীমান্তও। বনগাঁ ব্লকের ছয়ঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার কিছু মানুষ কাঁটাতারের জন্য জমি দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি ন্যায্য মূল্য দিতে হবে। পাশাপাশি গাইঘাটা এলাকাতেও রয়েছে জমিটেটের সমস্যা। যদিও বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সীমান্তে বসবাসকারী মানুষেরা দাবি তুলেছেন, তাড়াতাড়ি কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। কারণ তারা মনে করেন, যেকোন সময়ে বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা কাঁটাতার না থাকার কারণে ঢুকে পড়তে পারে।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
সবিতা অ্যাড এজেন্সি
বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...
M. 9474743020

ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পেট্রাপোল সীমান্তে উদ্বোধন হল বেহাগ ওভারসিস এর নতুন অফিস। উদ্বোধন করলেন পেট্রাপোল কাস্টমস ডিসি দিব্যেন্দু দাস। উপস্থিত ছিলেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির কর্মাধ্যক্ষ কমলেশ সাইনি। ছবিঃ নিজস্ব।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

হাইকোর্টের নির্দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল দুই ছাত্রী, গাফিলতির অভিযোগ

প্রতিনিধিঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট না পেয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে দৌড়াদৌড়ি করে হতাশ অভিভাবকেরা আদালতে দ্বারস্থ হয়েছিল। অবশেষে আদালতের নির্দেশেই পরীক্ষা দিল দুই ছাত্রী। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। নিউ বনগাঁ গার্লস হাই স্কুলের ঘটনা। ওই দুই ছাত্রীর নাম স্নেহা দে ও সোনালী দাস। সোমবার বনগাঁ কুমুদিনী উচ্চ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে খুশি মনে বাড়ি ফেরে দুই ছাত্রী।

স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ছাত্রীদের আবেদন পত্র পূরণ করতে গিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ দেখে তিন ছাত্রীর আবেদনপত্র নেই। এরপরে স্কুলের পক্ষ থেকে দু'মাস ধরে শিক্ষা দপ্তর মধ্যশিক্ষা পর্ষদে ঘোরাঘুরি করে। এরপর স্কুলের পক্ষ থেকে বারবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যোগাযোগ করে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে তারা ছাত্রীদের অভিভাবকদের জানায়। ফের ওই দুই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে শিক্ষা পর্ষদে যোগাযোগ করা হয়। জানানো হয় বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে। গোপাল বাবুর মাধ্যমে অভিভাবক ও স্কুলের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় শিক্ষা দপ্তরে। স্কুল দপ্তর থেকে পর্ষদ কে বলার পরেও সমস্যা না মেটায় তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আদালতের পক্ষ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি রায় দেওয়া হয় তাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করার। ছাত্রী সোনালী দাসের বাবা সঞ্জয় দাস বলেন, মেয়ের রেজিস্ট্রেশন করা ছিল। স্কুল থেকে যখন বলে তাদের এডমিট কার্ড আসেনি। তারপর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

তৃতীয় পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৪৮ ❐ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন- বনগাঁ কথা

বাঙালীর বার মাসে তের পার্বন- বহুল প্রচলিত প্রবাদ। এ পার্বনের যেন শেষ হয় না। বনগাঁর যানজট বাঙালীর পার্বনের সাথে একই লাইনে অবস্থিত। এর যেন শেষ নেই! বনগাঁ মানুষের বর্তমান সময়ের একটাই স্লোগান— অন্তহীন যানজটে চলাই জীবন। সাম্প্রতিক কালে বনগাঁ প্রশাসনের পক্ষ থেকে সগর্বে জানানো হয়েছে- ট্রাফিক ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমেছে। এটা তো ভাল কথা। যেখানে মানুষের জীবনের প্রশ্ন, সেটা যদি কমানো যায়, তা তো সমাজের জন্য মঙ্গল। প্রশাসনের দক্ষতা! বনগাঁ শহরের যানজটের কথা বলতে গেলে কয়েকটি মোড়ের কথা বলতেই হয়, বাটামোড়, আমলাপাড়া মোড়, মুস্তফিপাড়া মোড়, রামনগর রোড মোড়, স্টেশন রোড মোড়, ঘড়ি মোড় আর ২নং রেলগেট মোড়। সব মোড় গুলিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রিন থাকলেও ২নং রেলগেট মোড়ে কোন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নেই। অথচ বনগাঁর বুকে ছয় ছয়টি রাস্তার সংযোগ স্থল এই ২নং রেল গেট। সময়ে সময়ে এখানকার যানজট যেন বড়ই যন্ত্রণাময় হয়ে ওঠে। এবার যদি চাকদা রোডের দিকে তাকানো যায়, তাহলে টাউন হল মোড়ে কখনও কখনও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থাকে, আবার কখনও থাকে না। জেলখানা মোড় (সব সময় থাকে), রেটপাড়া মোড়, হাসপাতাল ১নং গেট, হাসপাতাল কালিবাড়ি মোড়, সবই একই অবস্থা। অথচ সবচেয়ে মজার বিষয়, যে প্রশাসনিক কর্তার উপর এসব নিয়ন্ত্রণের ভার, তিনি যখন যে রাস্তায় বের হন, সে রাস্তা তখন শুনসান! ট্রাফিকের নামমাত্র গন্ধ নেই! দুর্ভোগ কেবল মাত্র সাধারণ যাত্রীদের কপালে। হায় রে প্রশাসন! যানজটের অবসান কবে!

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

আলোচনার প্রাথমিক পর্বে উল্লেখিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) নামে পরিচিত, ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়। সেই সময়ে মোট ৪৮টি দেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে।

আমাদের দেশও স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই সনদের ৩০টি ধারা রয়েছে, যেগুলো মানবাধিকারের বিভিন্ন দিককে সংজ্ঞায়িত করে। স্বাভাবিকভাবে ধারাগুলি বিস্তারিত আলোচনা দাবি করে। এই অনুষঙ্গে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র সহ (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) ৩০টি ধারা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র

মুখবন্ধ

যেহেতু মানব পরিবারের সকল সদস্যের সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারসমূহ এবং সহজাত মর্যাদার স্বীকৃতি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র জারি করছে।

এ ঘোষণা সকল জাতি এবং রাষ্ট্রের সাফল্যের সাধারণ মানদন্ড হিসেবে সেই লক্ষ্যে নিবেদিত হবে, যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গ এ ঘোষণাকে সবসময় মনে রেখে পাঠদান ও শিক্ষার মাধ্যমে এই স্বাধীনতা ও অধিকার সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে সচেষ্ট হবে এবং সকল সদস্য রাষ্ট্র ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডের জাতিসমূহ উত্তরোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রয়াসের মাধ্যমে এই অধিকার এবং স্বাধীনতাসমূহের সার্বজনীন ও কার্যকর স্বীকৃতি আদায় এবং যথাযথ পালন নিশ্চিত করবে।

ধারা : ১ সমস্ত মানুষ স্বাধীনভাবে সমান মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাঁদের বিবেক এবং বুদ্ধি আছে; সুতরাং সকলেরই একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে আচরণ করা উচিত।

এই ধারা মানবাধিকারের ভিত্তি। সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের কথা এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ধারা : ২ এই ঘোষণায় উল্লেখিত স্বাধীনতা এবং অধিকারসমূহে গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

কোন দেশ বা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক, সীমানাগত বা আন্তর্জাতিক মর্যাদার ভিত্তিতে তার কোন অধিবাসীর প্রতি কোনও রকম বৈষম্য করা হবেনা; সে দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীনই হোক, হোক অছিভূক্ত, অস্বায়ত্বশাসিত কিংবা সার্বভৌমত্বের অন্য কোন সীমাবদ্ধতায় বিরাজমান।

এই ধারা বৈষম্যহীনতা এবং সকলের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ৩ জীবন, স্বাধীনতা এবং দৈহিক নিরাপত্তায় প্রত্যেকের অধিকার আছে।

এটি স্বাধীন জীবনের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : 4 কাউকে অধীনতা বা দাসত্বে

চলবে...

ভ্রমণ :

মিজোরাম

পর্ব- ৩

অজয় মজুমদার

ওই ছেলেটি ছাদে উঠে টব থেকে ভিজে মাটি এনে গাছটিকে সুন্দর করে লাগিয়ে দিল। প্রত্যেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে রয়েছে। সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম আইজল শহরে আমাদের হোটেলে।

২১/১১/২০২৪ : আমরা সকাল ন'টায় আবার অভিযান শুরু করলাম। তার আগে মিজোরাম সম্পর্কে দুই একটা কথা বলে নেওয়া যাক। মিজোরাম ২০ শতকের আগে আসামের লুথাই পার্বত্য জেলা হিসাবেও পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালে লুসাই পাহাড়ের নাম পরিবর্তন করে মিজো পাহাড় জেলা রাখা হয়। ১৯৭২ সালে মিজো পার্বত্য জেলাকে একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বর্তমান নাম দেয়া হয়েছিল মিজোরাম। মি কথার অর্থ (জাতি), জো কথার অর্থ (পাহাড়), রাম কথার অর্থ (ভূমি)। এই তিনটি শব্দ থেকেই মিজোরাম কথাটি তৈরি হয়।

আজও আমাদের লাঞ্চ সঙ্গে আছে। আমরা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়েছি। চড়াই-উতরাই পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি, বাকতাং (Baktawng) গ্রামের দিকে। এই জায়গাটি আইজল শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম পরিবারের বাড়ি। পরিবারটি ঝুম, বাগান, আসবাবপত্র ও ওয়ার্কশপের মালিক অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র তৈরি করে এবং তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা, কারুকাজ, কঠোর পরিশ্রম এবং উদ্যোক্তা দক্ষতার জন্য পরিচিত। চানা, এই অঞ্চলের প্রেসবিটারিয়ান চার্চ এর একটি বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা ও বহু-বিবাহে বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর তাকে যতগুলো স্ত্রীকে খাওয়াতে পারেন তাকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ এ চানা মারা যাওয়ার পর, এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জিওনার হাতে দেওয়া হয়। তার বাবার চেয়ে বেশি স্ত্রী রয়েছে বলে জানা গেছে। কাল্টের সদস্যদের ধর্মীয় সম্প্রদায় বলতে আপত্তি নেই। কারণ তারা ১৯৬৬ সালে তাদের গড-ফাদার চানা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

"লালপা কোহরান (ঈশ্বরের চার্ট) এর উত্তরাধিকার লালন করার জন্য গর্ববোধ করে। বসতি প্রশাসন এতটাই সম্পূর্ণ যে এর পাশাপাশি ইউনিটের ধর্মীয় দিক, লালপা কেহরাণ পরিবারের ছুয়ানথার স্টুডেন্ট হোম নামে একটি নিজস্ব স্কুল রয়েছে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত এবং একটি খেলার মাঠকে চুয়ানথার স্টেডিয়াম নামকরণ করা হয়েছে। জিওনা তার বৃহৎ বর্ধিত পরিবার নিয়ে চুয়ানথাররান (নতুন প্রজন্মের বাড়ি) নামে একটি বড় বাড়িতে থাকেন। বাকতাং গ্রামে তাদের গেস্ট হাউসে তাদের সাথে থাকার মাধ্যমে তাদের জীবন যাত্রার অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। গবেষকেরা ইচ্ছা করলে অনুমতি ক্রমে ওখানে থাকতেই পারেন।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

স্কুলে যাওয়া আসার বিষয়টা একটা মজার ব্যাপার। স্কুলে আসার সময় কেউ আগে আসে বা কেউ পরে আসে। অনেক দূর গ্রাম থেকে দু'তিন মাইল হেঁটে যখন আসে, তখন হয়তো দু চার জন একসাথ আসার চেষ্টা করে। পথের দূরত্ব বেশি। সঙ্গে দুই একজন থাকলে একাকিত্বের অনুভব থাকেনা। ভয়-ভীতিও কম থাকে। ঘন্টা পড়ার সাথে সাথে সব হই হই করে বেরিয়ে, কেউ একা কেউবা দু'তিনজন মিলে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেছে। দিদির বাড়ির পাশ দিয়ে যে রাস্তা বিশ্বাস পাড়া গেছে, সে রাস্তায় অনেকে বাড়ি ফিরছে। সকলকে না চিনলেও নির্মল তপনকে চিনি । ওদের সঙ্গে একটা মেয়েকেও আসতে দেখলাম। আমাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে তিনজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তপন রাস্তা থেকেই হেঁকে বলল, " এই দিলীপ, কবে এসেছিস? স্কুলে যেতে দেখলাম যেন আজকে! কাকিমাও ছিল তোর সাথে, কী ব্যাপার! " ওর এই কথা শুনে একটা জিনিস আমার বিশ্বাস হলো, আমার ভর্তি হওয়ার কথা নির্মল চাউর করেনি। বা অন্য কেউ করেছে।

"কেন জানিস না! নির্মল তোকে কিছু বলেনি। আমিও এই স্কুলে ভর্তি হয়েছি। কাল থেকে স্কুলে যাব তোদের সাথে। তোরা তো ক্লাস এইটে। আমি ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছি। একটা ক্লাসের ফারাক তো তোদের সঙ্গে ছিলই প্রথম থেকে। আর কী করা যাবে! এক বছর তোদের সঙ্গে স্কুলে যাই। তারপরে না হয় একা একাই যাবো। "

" একা যাবি কেন? এ তো থাকলো। সেভেনে তোর সাথে পড়বে। " আমার কথা শোনার পরে নির্মল হেসে মেয়েটাকে দেখিয়ে এই কথা কটা বলল।"

মেয়েটাকে দেখে বুঝলাম সমবয়সি হবে। নির্মল, তপন দুজনেই এক বছর করে বড় হলেও সকলের সমবয়সী ভেবে নেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "ও কে?" তপন জানিয়ে দিল, ও হচ্ছে ওর বোন কল্পনা।

আমাদের সময়ে প্রাইমারি স্কুলে কো এডুকেশন ছিল । তখন বন্ধু আর বন্ধুত্বের প্রগাঢ়তার পার্থক্য বুঝতাম না। সবাই আমরা বন্ধু। সপ্তম শ্রেণী মানে ছাত্র-ছাত্রীরা সকলেই কিশোর কিশোরী। বয়সটা একেবারে ফেলে দেওয়ার নয়। এই বয়সের কিশোর কিশোরীদের মনে, অঙ্গে অঙ্গে অনেক কিছুই ভাবের উদয় হতে পারে। চিন্তা করলাম, এসব বিষয়ে আমি অপটু থাকলেও, কল্পনা তো সেয়ানা হতে পারে। খানিকটা এড়িয়ে চলাই ভালো। আমি তপনকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এর আগে যখন আমি প্রথমবার মায়ের সাথে এসেছিলাম, তখন ওদের বাড়িতে গেলেও ওকে দেখিনি।

কল্পনা মনের কথা বুঝে উত্তরটা দিল, "দেখেননি তাতে কী! এখন তো দেখলেন। তখন দেখেননি বলে এখন কথা বলা যাবে না। সে সময় আমি বাড়ি ছিলাম না। মামার বাড়িতে গিয়েছিলাম। কালকে স্কুলে গিয়ে আমি রটিয়ে দেবো, 'এক লাজুক লতা ছেলে আমাদের ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।'

ওর নির্ভীক কথা বলা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, "না না, কথা বলা যাবে না কেন?" নির্মল এক তাড়া দিয়ে কল্পনাকে বলল," প্রথম পরিচয় থেকেই ওর পেছনে লেগেছিস। লজ্জা পাবে। তোর সাথে আর কথাই বলবে না। ওরকম করবি না ওর সাথে। কল্পনা বলল, "তোরা কালকে ওকে নিয়ে স্কুলে যাবি না। ও আমার সাথে যাবে। দেখি কী করে! "আমি সাহস করে বললাম, "অসুবিধা নেই।"

হঠাৎ এসে যাওয়া সাহসে ভর করে অনেক কিছুই করা যায়। পরিনাম ভালো কি মন্দ সে চিন্তা তখন আসে না। কল্পনাকে 'অসুবিধা নেই' বলার পর ওরা বাড়ি চলে গেলে মাথায় আবার চিন্তাটা এসে ভর করল। যদি ওরা তিনজন সড় করে সত্যিই আমাকে কল্পনার সঙ্গে স্কুলে যেতে বাধ্য করে, তাহলে কী হবে! লোকে হাসবে না তো! কেউ কিছু অন্যরকম কথা বলবে না তো! এসব চিন্তার মধ্যে আবার নিজেই মনে মনে চিন্তা করলাম, একই ক্লাসে পড়ি যখন, তখন দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হতেই পারে! দুজন একসঙ্গে স্কুলে

চলবে...

মাতৃস্নেহ... চাঁদপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীরেশ ভৌমিক।

স্বামী স্বরূপানন্দের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ৯ ফেব্রুয়ারী বিগত বৎসরের মতো এবারও মহাসমারোহে স্বামী স্বরূপানন্দের (বাবামনি) জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয় চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায়। এদিন সকালে ঢাকুরিয়া মধ্যপাড়ার লোকনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্ত ও শিষ্যরা উপস্থিত হন। বনগাঁ অখণ্ডমণ্ডলীর শিষ্য ও ভক্তগণ উৎসবে যোগ দেন। স্বরূপানন্দের প্রতিকৃতিতে সকলে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওঁকার ধ্বনিতে উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে ওঠে।

বর্ষিয়াণ শিষ্য অধীর মজুমদার অখণ্ড সংহিতা পাঠ করেন। ভক্তদের অনেকেই ধর্মীয় সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অন্যতম উদ্যোক্তা ও ভক্ত কাজল গুহর কণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি সমবেত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বহু শিষ্য ও ভক্তসমাগমে স্বামী স্বরূপানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ভরতমুনিকে স্মরণ পরশ সংস্থার

নীরেশ ভৌমিক ঃ মাঘী পুর্ণিমায় নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনির জন্মতিথিতে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ঠাকুরনগরের পরশ কালচারাল এণ্ড সোস্যাল অর্গানাইজেশানের সদস্যগণ। ভরত মুনির স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার ভারতীয় জেলা সভাপতি শাশ্বতী নাথ, শিক্ষক শুকদেব বিশ্বাস, সংস্কৃতি প্রেমী বৈদ্যনাথ দলপতি, প্রাক্তন সৈনিক পরিমল চন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। পরশ সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট মুকাভিনেতা শাশ্বত বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান এবং ভরত মুনির প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। সদস্যগণ বিশিষ্টজনদের ফুল মালায় বরণ করে নেন। উপস্থিত সকলের সমবেত কণ্ঠের ভাব সংগীতের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে সংস্থার ভারতীর প্রতিনিধি শাশ্বতী দেবী সকলকে স্বাগত জানিয়ে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে প্রাচীন ভারতে নাটক সহ সংস্কৃতি চর্চায় ভরত মুনির অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত মুনির জীবন এবং সেই সঙ্গে সংগীত, নৃত্য সহ সংস্কৃতি চর্চা ইত্যাদি তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভরত মুনির জন্মতিথি উপলক্ষে আয়োজিত সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী অরুনাভ বিশ্বাস ও সঞ্চারী রায়। নৃত্য পরিবেশন করে ভাগ্যশ্রী বিশ্বাস। শাশ্বত মাইম একাডেমীর সদস্যগণ পরিবেশিত মুকাভিনয় উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

মথুরাপুরে ইফকোর কৃষকসভা

প্রতিনিধি ঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন সমবায় সমিতি ও সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ এর উদ্যোগে এক কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হল গত ৭ ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর-২ ব্লকের মাইতিরঘেরিতে।

সভায় এলেকার ৪৬জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমবেত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুণাগুণ এবং সেই সঙ্গে সারের ব্যবহারের বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন ইফকোর জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক বিশিষ্ট কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিঃ রীতেশ ঝা।

সভায় ন্যানো ছাড়াও ইফকোর তৈরী এবং কৃষকদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সার সাগরিকা বায়োফার্টিলাইজার, প্রাকৃতিক পটাশ এবং বিভিন্ন কীটনাশকের উপর

আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন রীতেশ বাবু। এদিনের কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সভাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

কেন্দ্রীয় বাজেটের প্রতিবাদে সভা সিপিএমের

প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রে জনবিরোধী বাজেটের প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল এ রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। গত ৫ ফেব্রুয়ারী গাইঘাটার প্রাণকেন্দ্র চাঁদপাড়া বাজারে সভা করে সি পি আই এম'এর গাইঘাটা পূর্ব এরিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দ।

এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত পথসভায় দলের বিশিষ্ট বক্তা ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন প্রবীণ সি পি এম নেতা কপিল ঘোষ, স্বপন ঘোষ, প্রশান্ত দাস ও যুব নেতৃত্ব ময়ূখ মণ্ডল প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলের প্রবীণ নেতা চিত্ত বিশ্বাস, শিক্ষক প্রবীর বিশ্বাস, তাপস সিকদার, নিখিল চন্দ, দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও শিক্ষক শতদল দেব প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এবারের বাজেট কৃষক ও শ্রমিকদের বিরোধী। কৃষক, ক্ষেতমজুর ও ১০০ দিনের কাজ এবং কর্মসংস্থানের কোন দিশা নেই। মাসে লক্ষাধিক টাকা রোজগেরে সরকারি কর্মীদেরই শুধু স্বার্থ দেখা হয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ও বেকারদের স্বার্থ রক্ষা হয়নি এই বাজেটে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে তারা আন্দোলন জারি রাখবেন বলে নেতৃবৃন্দ জানান। এদিনের সভায় জনসমাগম হয়েছিল বেশ ভালোই।

হাইকোর্টের নির্দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল

প্রথমপাতার পর...

শিক্ষা দপ্তরে অনেক ঘোরাঘুরি করে কোন সুরাহা না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। স্কুলের ও বনগাঁর পৌর প্রধানের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা করা হয়েছিল। আমরা গরিব মানুষ, মেয়েদের এক বছর পিছিয়ে যাওয়া মানে আমাদের অনেক সমস্যা। যারা সহযোগিতা করেছে, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানালেন তিনি।

প্রধান শিক্ষিকা বলেন, স্কুলের পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি ঠিক সময়ে সংগ্রহ করতে পারেনি। পরবর্তীতে ক্যাম্প করে জমা নেওয়া হলেও সেই খবর স্কুলকে জানানো হয়নি। অনেকবার মধ্য শিক্ষক পর্ষদে স্কুলের পক্ষ থেকে যাওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। ফর্ম ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমরা চেষ্টা করেছি ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়ানোর, আর বোর্ড চেষ্টা করেছে কিভাবে যাতে না দেওয়ানো যায়। হাইকোর্টের অর্ডারে ওদের পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কি তাদের পরীক্ষা দেওয়াতে পারত না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধান শিক্ষিকা। আদালতে নির্দেশে আমাদের ফাইন দিতে হয়েছে, কিন্তু আমরা খুশি যে, দুজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারল। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, আমার কাছে এসেছিল। আমি শিক্ষা দপ্তরকে জানিয়েছিলাম। বোর্ডের কোন সদুত্তর না পেয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কারণ কোন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হয়।

মাতৃস্মৃতিতে রক্তদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রয়াত হলেন গৃহবধূ সম্পা ব্যানার্জী। মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হবার পর মায়ের স্মৃতিতে এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন প্রয়াতা সম্পা দেবীর একমাত্র পুত্র সুদীপ্ত ব্যানার্জী।

গত ৯ ফেব্রুয়ারী বারাসাত নবপল্লীর বধূয়া অনুষ্ঠানগৃহে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে কলকাতার আর জি কর হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীগণ স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সুদীপ্তবাবুর সহধর্মিনী তিথি দেবী। মাতৃহারা সুদীপ্তবাবু জানান, মা'এর চিকিৎসার জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন হয়েছিল। রক্তের অভাবে কেউ যাতে না মারা যান, সে জন্যই আজ তার এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন। শ্রী ব্যানার্জীর আহ্বান, হাসিমুখে রক্তদান, হাসবে রোগী, বাঁচবে প্রাণ। মায়ের স্মরণে নাট্যকর্মী সুদীপ্তবাবুর এই মহতী উদ্যোগকে এলেকাবাসী সকলেই স্বাগত জানান।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ভরতমুনি স্মরণ

সঞ্জিত সাহা ঃ নাট্য শাস্ত্রের জনক ভরতমুনির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা। গত ১২ ফেব্রুয়ারী ভরত মুনির জন্ম তিথিতে সংস্থার মহড়া কক্ষ

রবীন্দ্র নাট্য ভবনে মঙ্গলদীপ প্রজ্জোলন ও ভরতমুনির প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ পাইক, বিশিষ্ট লেখক পাঁচুগোপাল হাজরা, পলাশ মণ্ডল, নাট্য ব্যক্তিত্ব অভিক দাঁ, চিত্রশিল্পী দেবব্রত মজুমদার, নৃত্যশিল্পী ঋতুপর্ণা মুখার্জী ও আবৃত্তিকার আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কর্ণধার বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে দিনটির তাৎপর্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা ভরত মুনির জীবন, কর্ম এবং প্রাচীন ভারতে সংগীত, নাটক, নৃত্য ইত্যাদির চর্চা ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

ভরত মুনির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক সংগীতের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে শিশুশিল্পী অঞ্জলী মৃধা ও শিল্পী সেন, রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার শিশু-কিশোরগণ মঞ্চস্থ করে মজার নাটক 'বিধাতা পুরুষ' এবং মেদিয়া ছাত্র কল্যান বিদ্যাপীঠের শিক্ষার্থীগণ মঞ্চস্থ করে শিক্ষামূলক নাটক 'না মানুষের লড়াই'। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার প্রদীপ ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় রবীন্দ্র নাট্য সঞ্চালনায় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা আয়োজিত ভরত মুনির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্যারাটিচারদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চতুর্থ পাতার পর...

সংগঠনের নব মনোনীত জেলা সহ সভাপতি নিলয় দাস, কার্যকরী সভাপতি বরেন্দ্রনাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর মন্ডল, সহ সম্পাদিকা শংকরী সরকার, বর্ষীয়ান শিক্ষক মলয় মন্ডল, অলোক বাবু, সংগঠনের বনগাঁ উত্তর বিধানসভা সভাপতি পঙ্কজ রায়, বনগাঁ দক্ষিণ বিধানসভা সভাপতি নারদ বিশ্বাস সহ জেলা, ব্লক নেতা ও নেত্রী গণ। সংগঠনের পক্ষে মাননীয় বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়ের হাতে পুষ্পস্তবক ও মিষ্টি তুলে দেন শিক্ষিকা শংকারী সরকার। সংগঠন পরিচালনায় তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন বিশ্বজিৎ দাস মহাশয়।

মনীষা-ইমন এর নাট্যমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বছরগুলির মতো এবারও গত ২৩- ২৬ জানুয়ারী রাজবল্লভপুর স্কুল প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় মছলন্দপুরের ঐতিহ্যবাহী মনীষা ও ইমন মাইন সেন্টার আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, অনুষ্ঠান ও নাট্যমেলা। ২৩ জানুয়ারী মহান দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৯ তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে ৪দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা হয়। এদিন বিভিন্ন আর্ট স্কুলের ৫০ জন শিক্ষার্থী আলপনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করে। শেষ দিনে অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন সকালে ৫ কিলোমিটার রোড রেসে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শতাধিক দৌড়বিদ অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ছিল অংকন, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন দিনে তিন শতাধিক প্রতিযোগী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনায় মনীষা সাংস্কৃতিক সংস্থার সমবেত সংগীত ও নৃত্যালোক এর শিশুশিল্পীদের মনোজ্ঞ নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। শিবানী হালদার নির্দেশিত মজার নাটক 'অবাক জলপান'। নাবিক নাট্যমের নাট্য গুরু জীবন অধিকারীর পরিচালনায় শিশুদের নাটক অস্তিত্ব ও ইমন মাইমের নতুন নাটক 'দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য' এবং সংস্থার প্রাণপুরুষ ধীরাজ হাওলাদারের নির্দেশনায় পরিবেশিত 'রোজনামচা' ও প্রশংসা লাভ করে। উৎসবের শেষ দিন বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সহযোগিতায় আয়োজিত মনীষা ইমন এর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে। মনীষা সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি দেবব্রত বিশ্বাস জানান, এই উৎসব এলেকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে উজ্জিবিত রাখতে যথেষ্ট সহযোগিতা করে।

প্যারাটিচারদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রতিনিধি : বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস দলীয় সম্মানীয় সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস মহাশয় কে সম্বর্ধনা দিলো বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেস প্যারাটিচার, শিক্ষা কর্মী ও শিক্ষা সহায়ক সমিতির পূর্ণাঙ্গ কমিটি এর পক্ষ থেকে গত ফেব্রুয়ারি ৮ তারিখ ২০২৫ শনিবার। উক্ত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

তৃতীয় পাতায়...

রাম ঠাকুরের উৎসবে বস্ত্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়ায় শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় শ্রী শ্রী রামচন্দ্র দেবের ১৬৫ তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। ঢাকুরিয়া শালবাগান পার্শ্বস্থ মন্দিরে ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে দুস্থদের বস্ত্রদান ও নামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ৬ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে গঙ্গা আহ্বান, শুভ অধিবাস ও সত্য নারায়ণ পুজোর মাধ্যমে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মন্দির কমিটির সম্পাদক নির্মল পাল জানান, কলকাতার কৈবল্যধাম আয়োজিত বস্ত্রদান শিবিরে এলেকার প্রায় দুশোজন ব্যক্তির হাতে নতুন কাপড় তুলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়দিন প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, বাল্যভোগ, গুরুপূজা এবং মধ্যাহ্নে আরতী ও ভোগরাগ শেষে সমবেত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সম্পাদক শ্রী পাল জানান, অষ্ট প্রহর ব্যাপী নামযজ্ঞানুষ্ঠানে স্থানীয় দীঘা ও ধামকুনির দুটি দল ছাড়াও কলকাতার যাদবপুর ও বেলঘরিয়ার গানের দল নামগান পরিবেশন করেন। এলেকার অগনিত ভক্ত এবারের রামঠাকুরের জন্মোৎসব সার্থকতা লাভ করে।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চার্জ গঠন হলো বনগাঁ মহকুমা আদালতে

প্রতিনিধি ঃ এই প্রথম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে চার্জ গঠন হলো বনগাঁ মহকুমা আদালতে। মঙ্গলবার একটি ধর্ষণের মামলায় এই চার্জ গঠন হয়েছে। বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিশেষ সরকারি আইনজীবী সমীর দাস বলেন, এই প্রথম বনগাঁ মহকুমা আদালতে কোন মামলার চার্জ গঠন করা হলো ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে। সমীর বাবু জানিয়েছেন, গত বছর গাইঘাটার বাসিন্দা এক যুবকের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। ওই নাবালিকার বাড়ি কলকাতায়। ধর্ষণের ঘটনার পর নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। গত বছর জুলাই মাসে নাবালিকাকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে তিনি একটি সন্তান প্রসব করেন। এরপরে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ কলকাতার আহমা স্ট্রিট থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ ওই থানায় জিরো এফআইআর শুরু করে। ওই থানার পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় যোগাযোগ করা হয়। গাইঘাটা থানার পুলিশ ওই যুবকের বিরুদ্ধে এফআইআর শুরু করে তাকে গ্রেপ্তার করেন। যুবক বর্তমানে বনগাঁ জেলে রয়েছে। নাবালিকার সন্তানকে হোমে রাখা হয়েছে।

পরম্পরা উৎসব ২০২৫ ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের মনোজ্ঞ সন্ধ্যা

প্রতিনিধি : ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্যের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে গোবরডাঙ্গা টাউন হলে আয়োজন করা হয়েছিল পরম্পরা উৎসব ২০২৫-এর। সংগীত ও নৃত্যের এই সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বহু বিশিষ্ট অতিথি ও সঙ্গীতপ্রেমী দর্শক।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী শংকর দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতি অলিভিয়া পাল(প্রধান শিক্ষিকা, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল, হাবড়া) , সমাজসেবী ও শিক্ষক শ্রী নন্দদুলাল বসু এবং শ্রী আশীষ চট্টোপাধ্যায় , পরিচালক , গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন এবং পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রাজু সরকার। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে। নবীন প্রতিভাদের এই উপস্থাপনা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের পরিচায়ক হয়ে ওঠে। এরপর অতিথিদের পরিবেশনা অনুষ্ঠানকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী শ্রী চিন্ময় পাল তাঁর অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। তাঁর পরেই সৃজনশীল নৃত্যে দর্শকদের মন জয় করেন শ্রীমতি সৌমিতা দত্ত

বণিক।

সঙ্গীতের অংশে আঁকন মজুমদার তাঁর লঘু শাস্ত্রীয় সংগীতের সুরের মাধুর্যে দর্শকদের বিমোহিত করেন। আর্য শায়ন ভট্টাচার্য তার সুললিত কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্রুপদ অঙ্গ পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।অপরদিকে, বিশিষ্ট সন্তুর বাদক শ্রী অমল চক্রবর্তী সন্তুরের মোহময়ী ধ্বনিতে সন্ধ্যাকে এক অন্যরকম রূপ প্রদান করেন। শ্রী নন্দাদুলাল বসু মহাশয়কে পরম্পরার পক্ষ থেকে অনন্য সম্মান প্রদান করা হয় তার কর্মজীবনকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। পুরো অনুষ্ঠানের নেপথ্যে পরম্পরার প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রাজু সরকার এর ভূমিকা অপরিসীম।

রাধা গোবিন্দ মন্দিরে রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির

প্রতিনিধি : বিগত বছর গুলির মতো এবারও সিংজোল রাধা গোবিন্দ মন্দির উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে কিশোর সংঘের খেলার মাঠে স্বেচ্ছা রক্তদান, বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবির ও মনোজ্ঞ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ৭৫ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক'গণ বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন, বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। পদাবলী সম্রাট অধ্যাপক সুমন ভট্টাচার্যের কন্ঠের পদাবলী কীর্তন সমবেত শ্রোতৃ মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। ভাগবত পাঠ ও বাউল সংগীতানুষ্ঠান উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। অন্যতম সংগঠক অভিজিৎ মজুমদার ও পলাশ দত্ত জানান, ৫ দিনব্যাপী আয়োজিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে গঙ্গা বরণ ও অষ্টপ্রহর ব্যাপী নাম সংকীর্তন, রাসলীলা, মহাপ্রসাদ বিতরণ। ২৭ জানুয়ারি উৎসবের শেষ দিনে রয়েছে স্টার জলসার সুপার সিঙ্গার অনুরাধা গোস্বামীর ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান। গ্রামের প্রাণকেন্দ্র রাধাগোবিন্দ মন্দির অঙ্গনে আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভক্তিমূলক অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলাকার ধর্মপ্রাণ ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যতম সংগঠক অভিজিৎ মজুমদার জানান, আয়োজিত অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তুলতে গ্রামবাসী গনের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আমাদের Testing Card সমেত গ্রহরত্ন পাওয়া যায়
যা ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

হলমার্ক ছাড়া পুরানো সোনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
আমাদের সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন শিঘ্রই যোগাযোগ করন।
আমাদের GUN MAN প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজন।

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫।আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 ☎ - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**